সংবাদ

তারিখ 21 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

তিন জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

চার প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কমিটি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

তিন জেলার চার প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ করার প্রমাণ পেয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব নেছার আহমেদ স্বাক্ষরিত ২৯ নভেম্বরের একটি চিঠিতে এ তথ্য জানা যায়।

উপবৃত্তির টাকা বিতরণে চরম স্বেচ্ছাচারিতা ও নৈরাজ্যের প্রমাণ পাওয়ার প্রেক্ষাপটে উপবৃত্তি বিতরণ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার নবগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রানী বালা সরকারের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হয়। সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলার জামতৈল উত্তরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবু শামা'র বিরুদ্ধে আনা অভিযোগেরও প্রমাণ মিলেছে।

এছাড়া কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার মেটাংঘর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম ও হোসনাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এসএম মাসুমা সাঁরোয়ারের অর্থ আত্মসাতের চেষ্টার অসৎ উদ্দেশ্যে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলে তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

এ ব্যাপারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নজরুল ইসলাম খান গতকাল সাংবাদিকদের বলেন, 'তদন্তে যাদের বিষয়ে উপবৃত্তির টাকা বিতরণে অনিয়মের প্রমাণ

তদন্ত : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

তদন্ত : কমিটি

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

পাওয়া গেছে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আমরা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালককে নির্দেশ দিয়েছি।'

অনিয়ম করে কেউ পার পাবে না- মন্তব্য করে অতিরিক্ত সচিব আরও বলেন, 'অধিদফতর অবশ্যই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নেবে। এখানে গাফিলতির আর কোন সুযোগ নেই।'

উপবৃত্তির টাকা বিতরণে নতুন পদক্ষেপ সম্পর্কে নজরুল ইসলাম খান বলেন, 'যেহেতু অভিযোগ আসছে তাই এখন থেকে উপবৃত্তি বিতরণ প্রক্রিয়া শতভাগ স্বচ্ছ রাখতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি। এর মধ্যে ভালো শিক্ষক-কর্মকর্তারা পুরস্কার হিসেবে বিদেশ সফরেরও সুযোগ পাবেন।'

মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার ৩৬নং নবগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তিপ্রাপ্ত ৩৬৪ জন ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ১ হাজার ২০০ টাকা করে দেয়ার কথা থাকলেও প্রধান শিক্ষিকা অনিয়মের আশ্রয় নিয়ে ৬০০ টাকা করে প্রদান করেন এবং বাকি টাকা তিনি আত্মসাৎ করেন বলে অভিভাবকরা লিখিত অভিযোগ করে।

তদন্তের সময়েও তারা সাক্ষ্য দিয়েছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক, জেলা প্রশাসক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বরাবরও লিখিত অভিযোগ করেন।

জানা গেছে, গত কয়েক মাস ধরে দেশব্যাপী মাঠপর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের বিরুদ্ধে উপবৃত্তির টাকা লোপাটের অভিযোগ উঠে। এ ঘটনায় অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এই অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন জেলায় মানববন্ধনসহ নানা কর্মসূচি পালন করেন অভিভাবকরা।

আন্দোলনের কারণে কয়েকটি উপজেলায় শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হয় অভিযুক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা। কিন্তু আন্দোলনকারী অভিভাবকরা উপবৃত্তির টাকা লোপাটকারী ও দুর্নীতিবাজ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা গ্রহণের দাবি জানান। এই অবস্থায় সম্প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে উপবৃত্তির টাকা বিতরণের অনিয়ম তদন্ত করে দায়ীদের চিহ্নিত করতে ১১ জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিয়েছিল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।